

## আদাবু তলিবিল ইলম ১১ম দারস

আজকে আলোচনা করা হবে তলিবুল ইলমের ৪টি আদব নিয়ে।

একজন তলিবুল ইলমের সারাটা জীবন তার উস্তাদ, সহপাঠী, মা-বাবা এবং স্বামী-স্ত্রীর সাথে জড়িত। তাই তাদের সাথে কী ধরনের আদব বজায় রাখতে হবে তা জানা আবশ্যিক।

### ১/ একজন তলিবুল ইলম পিতা-মাতার সাথে যেরূপ আচরণ করবেঃ

মাঝেমধ্যে আপনি ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী এমন কিছু ছাত্র দেখতে পাবেন যারা তাদের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আলেমদের সংস্পর্শে থেকে অতিবাহিত করে। তারা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে আলেমদের কথা শোনে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা নিজ পিতামাতার সাথে এমন আচরণ করে, যদি কেউ তা দেখে তবে তা তাকে বিস্মিত করবে। সেখানে সে তাকে দেখতে পাবে একজন রক্ষ ও কঠোর স্বভাবের মানুষ হিসেবে। যখন তার পিতামাতা তাকে কিছু করতে বলে তখন সে উচ্চস্বরে অসন্তুষ্টির কথা জানান দেয় এবং নিজেকে অতি ব্যস্ত বলে জাহির করে। কী তাকে ব্যস্ত রেখেছে? ধর্মীয় বই পাঠ! জ্ঞান অর্জন!! আলেমদের সাথে উঠাবসা এবং অনেক ভাল ভাল কাজ!!!

এগুলো অবশ্যই ভাল কাজ। কিন্তু তার কি উচিত নয় তার পিতামাতার দেখাশোনা করা? আল্লাহ কি আমাদের আদেশ করেন নি যে, আমরা পিতামাতার সাথে সদাচরণ করি এমনকি যদি তারা মুশরিকও হয়ে থাকে? আল্লাহ আমাদের পিতামাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এমন অবস্থায়ও যখন তারা আমাদের স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করতে বলে এবং মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান জানায়!!

আল্লাহ বলেন, “যদি পিতামাতা তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে ইবাদাতে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে তবে তাদের কথা অমান্য কর তবুও তাদের সাথে সুন্দরভাবে সহাবস্থান কর। (সূরা লোকমানঃ ১৫)

তাহলে মুসলিম পিতামাতা আমাদের কাছ থেকে কত বেশী সম্মান পাবার অধিকার রাখে এমনকি তারা যদি বড় গুনাহগার মুসলিমও হয়ে থাকে? পিতামাতাকে অমান্য করে, তাদের সাথে রুঢ় আচরণ করে এবং নিজ আচরণের দ্বারা পিতা-মাতার চোখে পানি নিয়ে এসে কেউ কীভাবে নিজেকে ইসলামী জ্ঞানের ছাত্র কিংবা ধার্মিক ব্যক্তি দাবী করতে পারে?

একজন জ্ঞান অন্বেষণকারীর ক্ষেত্রে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, পিতামাতার অধিকার খর্ব করে দেয় এমন কোন ফতোয়া শুনে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

বাড়ি থেকে দূরে এবং পিতামাতার নাগালের বাইরে বন্ধুমহলে সে একজন ভদ্র ও সদাচারি ব্যক্তি। সদা হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি হিসেবে সে তার দ্বীনি ভাই এবং সহপাঠীদের সাহায্য করে যায়। কিন্তু বাড়িতে

আসামাত্রই তার এ রূপ হঠাৎ করেই পরিবর্তন হয়ে যায়। সে রক্ষ এবং কর্তৃত্বশীল হয়ে সবার মতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে এবং সে আশা করে যে সকলে তার মত গ্রহণ করে নিবে।

অথচ এই যুবকের পরিবারে তার কোন উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকার খোজ নিলে আমাদের হতাশ হতে হয়। সে না পারে অর্জিত জ্ঞান কে পরিবারের সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আর না পারে পারিবারিক পরিমন্ডলে বিদ্যমান সকল নীতিবর্জিত কাজের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে। তার পরিবারের সদস্যদের উপকারে আসতে পারে এমন ইসলামিক বই, ক্যাসেট বা ম্যাগাজিন সরবরাহের কোন উদ্যোগ নিতেও সে ব্যর্থ হয়। পূর্বের খারাপ আচরণের ফলস্বরূপ সে তাদের কোন উপকারেই আসতে পারে না।

স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সদস্যগণ তার কথা শুনবে না কারণ ইতোমধ্যেই তার এবং তার পরিবারের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে।

মাঝেমধ্যে এই ধরনের কোন ছাত্র সাহাবিগনের উদাহরণ টেনে তার আচরণকে ঠিক প্রমাণ করতে চায়। সে উদাহরণ দেয় সেসমস্ত সাহাবিগনের যারা দ্বীনের খাতিরে তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে গিয়েছিল। সে উল্লেখ করবে উবাইদা ইবনুল জাররাহ এর কথা যে তার পিতাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু সে উল্লেখ করতে ভুলে যায় যে সেসমস্ত লোকেরা শুধুমাত্র কাফেরই ছিলনা বরং তৎকালীন মুসলমানদের নির্মম নির্যাতন করছিল। হতে পারে এই ছাত্রের পিতা-মাতা গুনাহগার মুসলিম। এমনকি তারা ভাল মুসলিমও হতে পারে।

কিন্তু শুধুমাত্র এই স্বল্পবয়সী তরুণ তার যৌবনের তেজ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি কারণে তার পিতামাতার সাথে মন্দ আচরণ করে। ফলস্বরূপ পিতামাতাও তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে যা তাকে তার পিতা-মাতার সম্বন্ধে আরো খারাপ ধারণা করতে সাহায্য করে। এটা অবশ্যই জ্ঞানের পথে এক ভয়াবহ চোরাফাঁদ। আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা শরীয়তের বিধি বিধান থেকে দূরে থাকলেও বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। যার জন্য মায়ের দু'আ ও বরকতে তারা জীবনে অনেক সফলতা লাভ করতে পারে।

আবার কিছু মানুষ আছে যারা শরীয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে অবগত, অনেক পরিশ্রম করেন দ্বীনি ইলম অন্বেষণের জন্য কিন্তু পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ভালো না। এই কারণে তারা ইলম থেকে মাহরুম হয়ে যায়।

একজন তলিবুল ইলমকে পিতা মাতার সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা তার দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণ করা এবং অর্জন করার জন্য পিতা-মাতার দু'আ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ছাড়া একজন তলিবুল ইলমের ইলম কোনো কাজেই আসবে না।

এমনকি পিতা-মাতা শিরক করলেও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। ইব্রাহিম (আঃ) এর পিতা ছিলে একজন মুশরিক। ইব্রাহিম (আঃ) তার পিতাকে দরদের সাথে ডাকতেন "ইয়া আবাতী" অর্থাৎ "হে আব্বাজান"। তিনি তার পিতাকে ইয়া আবি অর্থাৎ 'আব্বা' বলে ডাকেননি। একজন মুশরিক পিতা হওয়া সত্ত্বেও ইব্রাহিম (আঃ) তার সাথে আদব বজায় রেখে কথা বলতেন। যার দ্বারা তার পিতার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা, সম্মান প্রকাশ পায়। সুবহান আল্লাহ। ইলম অর্জনের জন্য পিতা-মাতার দু'আ অত্যন্ত কার্যকরী। একজন তলিবুল ইলম যদি পরিশ্রম করে ৫০% ইলম অর্জন করতে পারে, তবে পিতা-মাতার দু'আর জোরে তা ১০০% হয়ে যেতে পারে।

পিতামাতার সাথে আদবের একটি নমুনা হল- পিতা-মাতার সাথে খেতে বসলে সবচেয়ে বড় অংশটা তাদের তুলে দিতে হয়। অনেক সময় বাবা-মা বড় অংশটি নিতে রাজি হয় না। তারা চায় তাদের সন্তানই ভালোটা যেন খায়। এক্ষেত্রে সন্তানের আচরণ দুই রকম হয়ে থাকে। কেউ বলতে পারে, "আরে, খাও তো!" আবার এভাবেও বলা যায়, "আপনি এই অংশটা খেলেই আমার বেশি ভালো লাগবে।" আমাদের আচরণের দ্বারা পিতা-মাতার অনুভূতি যা হবে; সেটাই হবে আমাদের প্রতি তাদের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির কারণ। একজন তালিবুল ইলমকে এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে।

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় পিতা-মাতা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। ফলে তারা পরিবারে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যার ফলে তারা পরিবারে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে পারে না।

তাই একজন তালিবুল ইলম তার পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় সদাচারণ করবে, নম্র ও বিনয়ী হবে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি নিয়ে দ্বীনের পথে চলবে। এটাই একজন তালিবে ইলমের কর্তব্য।

## ২/ একজন তালিবুল ইলম স্বামী/স্ত্রীর সাথে যেরূপ আচরণ করবেঃ

পিতা-মাতার পর সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হচ্ছে স্বামী/স্ত্রী। এতদসত্ত্বেও প্রায়ই ইসলামী জ্ঞানের ছাত্রদের স্ত্রীকে অভিযোগ করতে শোনা যায় যে, তার স্বামীর জ্ঞান তার কোন কাজে আসছে না। সে কখনোই তার জীবনসঙ্গীনের সাথে অর্জিত জ্ঞান ভাগাভাগি করে নেয় না। প্রায়শই ছাত্রটির স্ত্রী ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থেকে যায়। এমনকি তার স্ত্রী উগ্র পোষাক পরিধান, বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা গানবাজনা শোনার মত নিষিদ্ধ কাজেও লিপ্ত হয়ে থাকে।

বাস্তবতা হল এসমস্ত ছাত্ররা তাদের স্ত্রীর উপর খবরদারি করা ছাড়া চলতেই পারেনা। তারা শুধু খবরদারি করবে, কি করা উচিত, কি না করা উচিত এসব নিয়ে শাসাতে থাকবে, বিদ্রোপাত্মক স্বরে কথা বলবে। এমনকি স্ত্রীদের তারা মারধর করতেও দ্বিধাবোধ করেনা এবং এমন মনে করে যে, এটাই হচ্ছে শাসনের সঠিক উপায়। জ্ঞানের এই ছাত্রটি কি কখনও তার স্ত্রীর সাথে বসেছে আল্লাহ ও তার রাসূল কি বলেছেন তা জানাতে? স্ত্রীর অন্তরকে শান্ত করার জন্যে কখনও কি সে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ?

ইসলামে কী বৈধ আর কী অবৈধ তার শিক্ষা কি সে কখনও দিয়েছে? সে কি তার সাথে ভাল ব্যবহার করে? অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ ছাত্রই এসব করতে ব্যর্থ হয়।

তাহলে কেনইবা ধর্মীয় জ্ঞানের একজন ছাত্র তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে সহানুভূতিশীল অথচ তার পিতামাতা, ভাইবোন এবং স্ত্রীর সাথে কঠোর এবং রুক্ষ? এটা এমন এক অসামঞ্জস্যতা যা কোনভাবেই সহনীয় বা যুক্তিযুক্ত নয়।

একইভাবে বিপরীতটাও অনুচিত। একজন স্ত্রী তার অর্জিত ইলম দ্বারা যদি স্বামীর আনুগত্য না হয়, স্বামীর সাথে সদাচারণ করা, এবং তাকে সম্মান দিতে না পারে তবে সেই ইলম অর্থহীন।

হয়ত কোনো পুরুষের স্ত্রী ইলম তলব করলেও তার স্বামীকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে না, তার হক আদায় করছে না, তাহলে সেটাও ঠিক করছে না। বরং এটা আরও কঠিন চিন্তার বিষয় যে নিজে দ্বীনের পথে থাকলেও অন্যের জন্য চিন্তা-ফিকির নেই। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের আখলাক, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও মেহনতের মাধ্যমে দ্বীনের পথে নিয়ে আসবে। এটাই প্রকৃত জ্ঞানীর আচরণ।

ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে বদলে দেওয়া যায়। ফিরাউন-আসিয়ার উদাহরণ যেমন রয়েছে, তেমনি রাসূল (সঃ)-আয়েশা রাঃ, যয়নাব রাঃ-আবুল আসের উদাহরণও আমাদের সামনে রয়েছে। তলিবুল ইলমের দায়িত্ব হচ্ছে স্বামী/স্ত্রীকে ভালোবাসা ও হেকমতের সাথে দাওয়াত দেয়া।

### ৩/ একজন তলিবুল ইলম তার সহপাঠীদের সাথে যেরূপ আচরণ করবেঃ

কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার পরে যদি কোনো সহপাঠী সেই বিষয়টা না বুঝতে পারে এবং এর জন্য উস্তাদের নিকট বারবার প্রশ্ন করে, তবে তার প্রতি অন্য সহপাঠীরা বিরক্ত হওয়া যাবে না। আমাদের অনেকেই দেখা যায় তাড়াতাড়ি বুঝে যায়, কেউ কেউ আগে আগে বুঝে যায়, আর কেউ কেউ সহজে বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে সে যদি তার অন্য সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করে এবং সে বিষয়টা বোঝার পরও না বুঝতে চায় বা বিরক্তি প্রকাশ করে তবে তা তার জন্য ইলম থেকে মাহরুমের কারণ হতে পারে। বরং এক্ষেত্রে সহপাঠীদের বারবার প্রশ্নের দ্বারা নিজে উপকৃত হচ্ছি মনে করাটাই কর্তব্য।

সহপাঠীদের সাথে অহংকার না করা। বরং আমরা আগ বাড়িয়ে সহপাঠীদের সাহায্য করবো, কোনো বিষয়ে না বুঝলে আলোচনা করে নেয়া হলো সবচেয়ে ইহসানের বিষয়। সহপাঠীদের সাথে হাসি মুখে কথা বলা, বিনয়ের সাথে তাদের সমস্যার সমাধান করা। তাদের যারা কম বুঝে তাদের ধৈর্য সহকারে বুঝানোর চেষ্টা করা, নিজে ভালো করে নোট করে থাকলে সেটা দিয়ে সাহায্য করা।

মাদ্রাসার সহপাঠীদের সাথে আদব বজায় রেখে চললেও অন্য স্থানে বা মাদ্রাসার বাহিরে প্রাতিষ্ঠানিক সহপাঠীদের সাথে দ্বীনবিমুখ হয়ে যাওয়া, আদববিহীন মেলামেশা ও আচরণ করা ঠিক নয়। যেমনঃ কেউ যদি এমন হয় যে সে দ্বীনি সার্কোলে থাকলে সিগারেট সেবন করে না কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সহপাঠীদের সাথে বা অফিসের সহকর্মীদের সাথে থাকলে সিগারেট সেবন করে, দ্বীনি সার্কোলে অশ্লীল কথা বলে না কিন্তু অন্যদের সাথে বলে তবে এই কারণেও সে ইলম থেকে মাহরুম হয়ে যেতে পারে।

তাই দ্বীনি সার্কোলে যে আদব থাকবে, অন্যান্য ফ্রেন্ড সার্কোলে বা সহকর্মীদের সাথেও তদ্রূপ আদব বজায় রাখতে হবে। বরং সর্বাবস্থায় আমাদের আদব হবে শরীয়াহ এর উপর। বে-দ্বীনি সার্কোলে থাকলেও দাওয়াতের কাজ করতে হবে। যেমনঃ সালাম দেয়া, বিনয়ের সাথে নামাজের দাওয়াত দেয়া, কথা/আড্ডার ফাঁকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কথা/কাজ হলে তাতে বাধা দেওয়া ইত্যাদি।

### ৪/ একজন তলিবুল ইলম তার উস্তাদের সাথে যেরূপ আচরণ করবেঃ

উস্তাদের সাথে আচরণ - সহপাঠী, পিতা-মাতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কেননা, উস্তাদের সাথে সুসম্পর্ক হলো ইলমের বুনিয়াদি ভিত্তি। প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্ভাদই থাকেন ইলম অর্জনের মূল গাইড

হিসেবে। উস্তাদের হাচ্ছেন এই যাত্রায় আমাদের পথ প্রদর্শক। উস্তাদের দু'আর মাধ্যমে ইলম লাভের পথ সহজ হয়ে যায়, ইলমের দুয়ার খুলে যায়।

সর্বদা উস্তাদের সাথে আদব বজায় রাখা হলো ইলম অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি। কম মেধা থাকা সত্ত্বেও উস্তাদের খেদমতের দ্বারা অনেক তলিবুল ইলমকে আল্লাহ তা'য়ালা এমন অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন যা অনেক প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষও করতে পারেননি।

## উস্তাদের সামনে সর্বদা পালনীয় কিছু আদব হল

-উস্তাদকে কখনও নাম ধরে না ডাকা। বরং নামের আগে বলতে হবে "আমাদের শাইখ,

“আমাদের উস্তায” এবং নামের পর- “হাফিযাহুল্লাহ”, “দামাত বারাকাতুহুম” ইত্যাদি দু'আ করা। -  
উস্তাদের সামনে নিজেকে নতজানু করে রাখা।

-বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করা এবং তার উত্তর শোনা। একই প্রশ্ন বারবার না করা ও অধিক প্রশ্ন না করা।  
অনলাইনে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বারবার চ্যাটবক্সে প্রশ্ন করতে না থাকা কিংবা উত্তরের আশায় একই প্রশ্ন বারবার পোস্ট না করা।

-উস্তাদের সামনে জড়সড় হয়ে গুটিয়ে বসা, হাত-পা ছড়িয়ে না বসা।

-উস্তাদের সামনে বইয়ের পাতা ধীরে ধীরে উল্টানো।

-হাঁটার ক্ষেত্রে উস্তাদের আগে আগে না হাঁটা, সর্বদা উস্তাদের পেছনে হাঁটা।

উস্তাদ কথা বলতে চাইলে পাশে থাকা যায়, তবে সামনে না যাওয়া।

-কোনো সংশোধন বা সংযোজন দেয়া লাগলে দরসের পর ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে উস্তাদের অনুমতি নিয়ে দেওয়া। এমনভাবে বিষয়টি উত্থাপন করা যাতে উস্তাদ বিরতবোধ না করেন। আদবের সাথে, নিজের কমজোরিকে উস্তাদের সামনে উত্থাপন করে এরপর বিষয়টি অনুমতি সাপেক্ষে উত্থাপন করা। অনলাইনে পড়াশোনার ক্ষেত্রে উস্তাদকে দরসের পর মেসেজ/মেইল দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি নিয়ে বলা।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সকল বান্দাদের হক আদায় করার তাওফিক দান করুন।